উদ্ভিদ রোগবার্তা

Plant Disease Bulletin

(A Monthly Newsletter of Plant Disease Clinic)

বর্ষ ০১ ❖ সংখ্যা ০১ ❖ জানুয়ারি ২০১৯

উপদেষ্টামন্ডলী
প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রফেসর ড. সালাহউদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী
প্রফেসর ড. নাজনীন সুলতানা
প্রফেসর ড. খাদিজা আক্তার

নির্বাহী সম্পাদক
আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ, সহযোগী অধ্যাপক

কারিগরী সম্পাদক
ড. মোঃ তোহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক

সম্পাদনা সহযোগী
প্রফেসর ড. ফাতেমা বেগম
প্রফেসর ড. নাজমুন নাহার তনু
সুক্তি রানী চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক
সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন, সহকারী অধ্যাপক

প্রকাশনায়
ও
সার্বিক যোগাযোগ

প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭।
মোবাইল নংঃ ০১৬৭৬০০৮২৮১
Email: info@plantdiseaseclinic.com

সম্পাদকীয়

কৃষি প্রধান আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। অর্থনীতির সিংহভাগ এখনও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রতিদিন প্রায় ১৬ কোটি মানুষের অন্নের সংস্থান করছে আমাদের কৃষক সমাজ। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনের ছোয়া লেগেছে কৃষিতে। এসেছে উন্নত জাত, বীজ, সার আর নতুন নতুন প্রযুক্তি। এসেছে চিন্তা ও চেতনার পরিবর্তনও। শিক্ষিত কিংবা স্বল্প শিক্ষিত অনেকেই জড়িয়ে পড়ছেন লাভজনক কৃষিকাজে। প্রাকৃতিক বৈরিতা, কারিগরি জ্ঞানের স্বল্পতাসহ নানাবিধ কারণে ফসল উৎপাদনের এই মহৎ কাজে প্রতিনিয়ত হোচট খাচ্ছেন আমাদের কৃষক ভাইয়েরা। ফসল উতপাদন ও সংরক্ষণে কৃষকবন্ধুরা যেসব সমস্যা মোকাবেলা করেন তার মধ্যে রোগবালাই অন্যতম। কখনো কখনো ফসলে রোগবালাই এর আক্রমণ দেশের আপামর জনগণকে চিন্তিত করে তোলে। সম্প্রতি এরসাথে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব। মূলত দেশের কৃষক সমাজের কথা মাথায় রেখে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক থেকে উদ্ভিদ রোগবার্তা নামে একটি মাসিক বুলেটিন বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আশা করছি এই বুলেটিনটি থেকে কৃষকসমাজ ছাড়াও দেশের কৃষিবিদগণ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন। দেশের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহ এ বুলেটিন থেকে ফসলের রোগ সম্পর্কিত বিষয়ে দিক নির্দেশনা পাবেন। ফসল রোগের পূর্ভাবাস, চলতি ফসলের রোগ সংক্রান্ত সমস্যা ও করণীয় এবং পরবর্তী ফসলের রোগবালাই প্রতিরোধে কৃষকের আগাম করণীয় সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা এ বুলেটিনে সন্নিবেশিত থাকবে। এছাড়াও বুলেটিনে ফসল উৎপাদন ও রোগ দমনে উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি, সমস্যা সংশ্লিষ্ট প্রেরিত প্রশ্নের উত্তর এবং সফলতার খবর সরবারহ করা হবে। মাসিক উদ্ভিদ রোগবার্তা প্রকাশনায় সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করছি। সবার জীবন নিরাপদ ও কল্যাণময় হোক। সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা।

এ সংখ্যার প্রতিবেদন

বালাইনাশক ব্যবহারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা

পেষ্টিসাইড বা বালাইনাশক মূলতঃ এক প্রকার বিষ যা ব্যবহৃত হয় ফসলের পোকামাকড়, জীবাণু, আগাছা ও ইদুর মারার জন্য। বালাইনাশক ব্যবহারে নিচের সতর্কতাগুলো মেনে চলা উচিতঃ

১। বালাইনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভাল করে পড়ুন এবং নির্দেশাবলী মেনে চলুন।

২। বালাইনাশক ছিটানো, স্প্রে বা প্রয়োগ করার আগে সকল প্রকার নিরাপত্তামূলক পোশাক পরিধান করুন।

৩। নিরাপত্তামূলক পোশাক না পাওয়া গেলে সহজলভ্য জিনিস ব্যবহার করুন। যেমন জামা অথবা গেঞ্জি পরিধান করন এবং গামছা দিয়ে হাত ও মুখমন্ডল ঢেকে রাখুন।

৪। নজেল পরিষ্কার করতে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিবেন না; চিকন তার ব্যবহার করুন।

৫। বালাইনাশক ছিটানোর সময় ধূমপান বা পানাহার থেকে বিরত থাকুন।

৬। কখনোই বাতাসের বিপরীতে স্প্রে করবেন না।

৭। স্প্রে করার সময় অবশ্যই টুপি ও ফেস শিল্ড ব্যবহার করুন।

৮। বালাইনাশক ব্যবহৃত ক্ষেতে সাইনবোর্ড, লাল কাপড় বা বালাইনাশকের খালি পাত্র টাঙ্গিয়ে দিন।

৯। জলাশয়ে বালাইনাশকের বোতল বা ব্যবহৃত স্প্রেয়ার ধোবেন না।

১০। জলাশয় থেকে দূরে কোন নিরাপদ স্থানে আপনার স্প্রেয়ার ও ব্যবহৃত কাপড় ধুয়ে ফেলুন।

১১। ব্যবহৃত বালাইনাশকের বোতল ও প্যাকেট ভেঙ্গে ও ছিঁড়ে মাটির নীচে পুঁতে ফেলুন।

১২। ফুটো বা চুইয়ে পড়ে এমন ত্রুটিপূর্ণ স্প্রে মেশিন ব্যবহার করবেন না।

১৩। বালাইনাশকের বোতল বা পাত্রে অন্য কোন জিনিস রাখবেন না ।

১৪। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মিশে তা লক্ষ্য রাখুন।

১৫। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমিতে যেন হাঁস-মুরগী বা গবাদি পশু না প্রবেশ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

১৬। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমির ফসল কমপক্ষে ৩-৭ দিন পর বাজারজাত করুন।

১৭। বালাইনাশক আক্রান্ত ব্যাক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিন এবং অতিসত্বর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।

১৮। বালাইনাশক খেয়ে ফেললে সাথে সাথে বমি করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন ও আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।

১৯। বালাইনাশক শিশুদের নাগালের বাহিরে তালা-চাবি দিয়ে রাখুন।

২০। মেয়াদ উত্তীর্ন বালাইনাশক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

পেষ্টিসাইড এর বিষক্রিয়ায় করণীয়

১। কাপড় চোপড়ে পেষ্টিসাইড বা বালাইনাশক লাগলে তৎক্ষণাৎ শরীর থেকে খুলে ফেলুন।

২। শরীরের কোথাও কীটনাশক লাগলে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৩। চোখে পানি লাগলে হাত ধুয়ে নিয়ে অনেকক্ষন পানির ঝাপটা দিন।

৪। দূর্ঘটনা কবলিত এলাকা থেকে রোগীকে খোলা জায়গায় সরিয়ে নিন।

৫। কেউ বালাইনাশক গিলে ফেললে মুখে আঙ্গুল দিয়ে বমি করান।

৬। অচেতন রোগীকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিন এবং মাথা পিছনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন।

৭। বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল পড়ুন এবং করণীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

৮। পেষ্টিসাইড এর মোড়কসহ আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য অতিসত্বর ডাক্তারের কাছে নিন।

এ সময়ে ফসলের রোগ দমনে করণীয়

কুমড়োজাতীয় ফসলের পাউডারী মিলডিউ রোগ

মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, লাউ, তরমুজ, শসা, ক্ষিরাসহ প্রায় সকল প্রকার কুমড়োজাতীয় ফসলে এসময়ে এ রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা যায় ।

লক্ষণঃ ইরাইসিপি নামক এক ধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। গাছের বয়স্ক পাতায় রোগের প্রকোপ বেশী হয়। পাতার উপরিভাগ সাদা পাউডার দ্বারা ভরে যায়। এসব পাতাসমূহ পরবর্তীতে হলদে হয়ে যায়। মারত্মক আক্রমণের ক্ষেত্রে গাছের পাতা শুকিয়ে যায় ও ঝরে পড়ে। গাছের সালোকসংশ্লেষণ ব্যহত হওয়ায় ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। ফলের আকার ছোট ও বিকৃত হয়। সাধারণত রোগের জীবাণুসমূহ বাতাসের মাধ্যমে উড়ে নতুন গাছকে আক্রমণ করে। দিন রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য বেশী হলে অর্থাৎ রাতের তাপমাত্রা ১০° সে. এবং দিনের তাপমাত্রা ২৫-৩০° সেলসিয়াস হলে রোগের প্রকোপ বাড়ে।

করণীয়ঃ গাছের আক্রান্ত অংশসমূহ সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। পানি দিয়ে আক্রান্ত গাছ ধুঁয়ে দিলে রোগের প্রকোপ কমে আসে কারণ জীবাণুসমূহ জীবিত গাছ ছাড়া বাচঁতে পারে না। পানি দিয়ে আক্রান্ত গাছ ধুঁয়ে দিলে জীবাণুসমূহ মাটিতে পড়ে মারা যায়। সালফারজাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করে এ রোগকে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সালফোটক্স ৮০ ডব্লিউপি ০.৪% হারে (১০ লিটার পানিতে ৪০ গ্রাম সালফোটক্স মিশিয়ে) অথবা থিওভিট ৮০ ডব্লিউপি ০.২% হারে অথবা ম্যাকসালফার ৮০ ডব্লিউপি ০.২% হারে রোগ দেখা দেওয়ার পর ৭-১০ দিন অন্তর দুই বার স্প্রে করতে হবে। সাধারণত ফসল মৌসুমে এক থেকে দুবার উপরোক্ত ছত্রাকনাশক স্প্রে করলে রোগের আক্রমণ হয়না।

ফসলের রোগের পূর্বাভাস

এ সময়ে আলু এবং টমেটো'র নাবী ধ্বসা বা লেট ব্লাইট বা মড়ক রোগ দেখা দিতে পারে। মূলতঃ এটি আবহাওয়ানির্ভর রোগ। সাধারণত দিনের তাপমাত্রা ২১° সে. এবং রাতের তাপমাত্র ১০° সে., মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হলে রোগটি ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। সাধারণত যখন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ফসলের মাঠ। সারা দিন সূর্যের দেখা মেলে না। রাতের তাপমাত্রা কমে যায় স্বাভাবিকের চেয়েও অনেক নিচে। দিনের বেলা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং কখনো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হয়। এই আবহাওয়াকে বলা হয় এ রোগের সংকটাপন্ন আবহাওয়া। এই আবহাওয়ায় মাঠের ফসল, বিশেষ করে আলু ও টমেটোতে দেখা দেয় মড়ক রোগ। দিনে-রাতে কুয়াশা থাকায় তাপমাত্রা কমার পাশাপাশি আর্দ্রতাও বেড়ে যাওয়ায় এই রোগের জীবাণু দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সপ্তাহ খানেক পর দিনে কুয়াশা কেটে যাওয়ার পর রোদ দেখা দিলেও রাতে আবার কুয়াশা পড়ায় মড়ক রোগের জীবাণুর বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

গাছে মড়ক দেখা দিলে দেরি করার কোনো সুযোগ থাকে না। সেজন্য রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই সিকিউর ২ গ্রাম প্রতি লিটার অথবা মেলোডি ডুও ৪ গ্রাম ও সিকিউর ২ গ্রাম প্রতি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে সঠিক নিয়মে স্প্রে করলে উপকার পাবেন। এছাড়া অ্যাক্রোভেট এম জেড নামক ছত্রাকনাশকও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া রোগের মাত্রা বেশি হলে ৩-৪ দিন পর পর সঠিক মাত্রার ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে ম্যনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক ডাইথেন এম ৪৫-০.২% হারে স্প্রে করে দিতে হবে। কিন্তু যদি পাতা ভেজা থাকে তবে অবশ্যই প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ গ্রাম সাবানের গুঁড়া পাউডার ছত্রাকনাশকের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ছত্রাকনাশক এমনভাবে স্প্রে করতে হবে যাতে করে আলু গাছের পাতার নিচ ও ওপরের অংশ ভালোভাবে ভিজে যায়। সবচেয়ে ভালো পাওয়ার স্প্রে ব্যবহার করা। আর আক্রান্ত জমিতে সাময়িকভাবে সেচ দেয়া বন্ধ রাখতে হবে। তাহলেই আপনি সুফল পাবেন।

কুমড়োজাতীয় ফসলের পাউডারী মিলডিউ রোগ

আপনার সমস্যা আমাদের সমাধান

মোঃ জয়নাল উদ্দীন, গ্রাম: লক্ষীরপাড়, উপজেলা: বিশ্বপুর, জেলা: সুনামগঞ্জ

প্রশ্নঃ শিমের গায়ে বাদামি-কালো রঙের কালো দাগ পড়ে এবং শিমগুলো পচে যাচ্ছে। কী করলে উপকার পাব?

উত্তরঃ শিমের গায়ে বাদামি-কালো রঙের দাগ পড়ে শিম পচে যায় অ্যানথ্রাকনোজ রোগের জীবাণু আক্রমণ করলে। এ সমস্যার সমাধানে প্রপিকোনাজল গ্রুপের যেমন টিল্ট ১ মিলিলিটার ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে সুফল পাবেন। কিংবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের যেমন টপসিন ২ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে শিম গাছে বিকাল বেলা স্প্রে করলে ভালো ফল পাবেন। এছাড়া এ রোগ প্রতিরোধে রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আর শিম গাছ ও বাগানকে সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ অনেক কমে যাবে। অনেক বেশি ফলনও পাওয়া যাবে।

মোঃ খাইরুল আলম, গ্রাম: এলাইগা, উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: ঠাকুরগাঁও

প্রশ্নঃ পেঁয়াজের পাতা আগা থেকে পুড়ে আসছে। এর প্রতিকার কী?

উত্তরঃ পেঁয়াজের পাতা আগা থেকে পুড়ে যাওয়া রোগটির নাম পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ রোগ। এটি ছত্রাকের আক্রমণ হয়ে থাকে। প্রথমে পাতায় পানি ভেজা বাদামি দাগ পড়ে। পরে রোগাক্রান্ত পাতা মরতে থাকে। এ রোগ দমনে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইপ্রোডিয়ন গ্রুপের ছত্রাকনাশক এককভাবে কিংবা ২ গ্রাম রোভরাল ও ২ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড একত্রে মিশিয়ে স্প্রে করলে সুফল পাবেন।

মোঃ ফজলুর রহমান, গ্রাম: সরফরাজপুর, উপজেলা: চৌগাছা, জেলা : যশোর

প্রশ্নঃ পেয়ারা গাছের পাতা ও ডাল শুকিয়ে পাতাশূন্য হয়ে যাচ্ছে। এভাবে গাছটি মারা যাচ্ছে। কিভাবে প্রতিকার করব?

উত্তরঃ পেয়ারা গাছের এ সমস্যাটি ফিউজিরিয়াম নামক ছত্রাকের আক্রমণের ফলে হয়ে থাকে। একে পেয়ারার উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ বলে। এ রোগটি যে কোনো বয়সে হতে পারে। রোগের শুরুতেই সানভিট/ ব্লিটক্স প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়ে রোগাক্রান্ত পেয়ারা গাছে সঠিক নিয়মে স্প্রে করতে হবে। এ রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাটি হলো পেয়ারা বাগানে পানি জমতে না দেয়া। পানি জমার সাথে সাথেই তা নিকাশ করা। আর আক্রান্ত গাছের গোড়ার মাটিতে জিপসাম বা চুন প্রয়োগ করা।

ফসলের রোগসংক্রান্ত জিজ্ঞাসা

প্রিয় কৃষক ভাইয়েরা

আপনাদের কঠোর পরিশ্রমে আমরা আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফসল ফলাতে গিয়ে আপনারা নানাবিদ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ সমস্যা সমাধানে আমরা প্রতি মাসে উদ্ভিদ রোগবার্তা প্রকাশ করে থাকি। ফসলের রোগ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা আমাদের জানাতে পারেন। আমরা পরবর্তী সংখ্যায় আপনার প্রশ্নের উত্তর জানাবো। এছাড়া আপনার কোন পরামর্শ বা মতামত থাকলে তাও আমাদের লিখে জানাতে পারেন। আপনাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ এর উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করবে।

নির্বাহী সম্পাদক

ডিজিটাল প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক

ডিজিটাল প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক ফসলের রোগসংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধান দেওয়ার একটি ডিজিটাল প্রয়াস। এটি ফসলের রোগ নিয়ে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন তথ্যভান্ডার। এখানে দেশে চাষকৃত ১১৪ টি ফসলের ৫৩৪ টি রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থাপনা ছবিসহ দেয়া রয়েছে। এখানে ছবি দেখে কৃষক/ ব্যবহারকারী ফসলের রোগ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন এবং চিহ্নিত ছবিতে ক্লিক করলেই সমস্যার সমাধান পেতে পারেন। প্রক্রিয়াটি চলমান। সম্মানিত ব্যবহারকারিগণের যে কোন মতামত এ কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ করবে । সেবাটি পেতে ব্রাউজ করন **http://plantdiseaseclinic.com/**

প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক

"প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক" শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের কৃষি বিষয়ক একটি নাগরিক সেবা কার্যক্রম। এখানে ফসলের রোগ সংক্রান্ত যে কোন নমুনা প্রেরণ করা যায়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে প্রেসক্রিপশন দেয়া হয়। এছাড়াও এখানে বীজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, জৈব বালাইনাশক সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়। দেশের যে কোন নাগরিক এ সেবাগুলো "প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক" থেকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে পারেন। বিস্তারিত জানতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন বা আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

কৃতজ্ঞতা

এই বুলেটিনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিক্ষাখাতে উচ্চশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগে বাস্তবায়নাধীন "Establishment of a Plant Disease Clinic at Sher-e-Bangla Agricultural University in Dhaka, Bangladesh" - শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে প্রণীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বুলেটিনটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বুকপোষ্ট

প্রেরক	প্রাপক
প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭।	নামঃ ---------- ঠিকানাঃ ---------- ---------- ----------

উদ্ভিদ রোগবার্তা গ্রাহক ফরম

নাম ঃ ----------

ঠিকানা ঃ ----------

মোবাইল নং ঃ ----------

আমি এক বছরের জন্য উদ্ভিদ রোগবার্তার গ্রাহক হতে চাই। উক্ত সময়ের জন্য কুরিয়ার ফি বাবদ ২০০/- (দুই শত) টাকা বিকাশ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ০১৮১৯৮২৩০৩০ নম্বরে পাঠাচ্ছি। আমাকে আগামী ---------- সংখ্যা থেকে আগামী ---------- সংখ্যা পর্যন্ত বুলেটিনগুলো পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

স্বাক্ষর